এসএসসি – ২০২১ ## হিসাববিজ্ঞান ## এসাইনমেন্ট – ৩

ক. দুতরফা দাখিলা পদ্ধতির সুবিধাসমূহ ব্যাখ্যাকরণ:-

ব্যবসায়ে সংগঠিত প্রতিটি লেনদেনের বিশ্লেষণ করে সুবিধাদাতা এবং গ্রহীতার ভিত্তিতে দুটি পক্ষ চিহ্নিত করে হিসাবের বইতে লিপিবদ্ধ করার কৌশলকে দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি বলা হয়। ইতালিয় ধর্মযাজক ও গণিত শাস্ত্রবিদ লুকা প্যাসিওলি (Luca Pacioli) ১৪৯৪ খ্রিস্টাব্দে দুতরফা দাখিলার পরিপূর্ণ ধারণা প্রদান করেন।তিনি তার বিখ্যাত গ্রন্থ "Summa de Arithmetica Geometria Proportioniet & Proportionalita" – এর মাধ্যমে দুতরফা দাখিলা পদ্ধতির যাবতীয় নিয়মকানুন বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করেন।তিনি তার গ্রন্থে সুবিধাদাতা ও গ্রহীতার ভিত্তিতে দুটি পক্ষ চিহ্নিত করার একটি কৌশল আবিষ্কার করেন।এই কৌশলকে দ্বৈত সত্ত্বা বলে।এই পদ্ধতির সুবিধাসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ-

১।পরিপূর্ণ হিসাব সংরক্ষণঃ- দুতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে প্রতিটি লেনদেনের ডেবিট ক্রেডিট বিশ্লেষণ করে সমপরিমান টাকায় লেখা হয়।ফলে প্রতিটি লেনদেনের সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ চিত্র জানা যায়।

২। লাভ লোকসান নিরুপণঃ- এ পদ্ধতিতে সঠিকভাবে মুনাফাজাতীয় লেনদেনের পরিমান নির্ণয় করা হয়। ফলে প্রতিষ্ঠানের সঠিক মোট মুনাফা ও নীট মুনাফা নির্ণয় করা সম্ভব হয়।

৩। গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাইঃ- প্রতিটি লেনদেনের সমপরিমান টাকা দ্বারা ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয় করে হিসাবের বইতে লিপিবদ্ধ করা হয়।ফলে এই হিসাব থেকে খতিয়ান এবং খতিয়ানের পর রেওয়ামিল প্রস্তুতের মাধ্যমে হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করা হয়।

৪।আর্থিক অবস্থা নিরূপণঃ- আর্থিক অবস্থার বিবরনী প্রস্তুতের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে ধারনা পাওয়া যায়; যা দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি ছাড়া অসম্ভব।

৫।ব্যয় নিয়ন্ত্রনঃ- দুতরফা দাখিলা পদ্ধতির মাধ্যমে যথাযথভাবে হিসাব সংরক্ষণ করলে প্রতিষ্ঠানের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়।ব্যয় নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হয়।

৬।মোট দেনা পাওনার পরিমান নির্ণয়ঃ- আর্থিক অবস্থার বিবরনির মাধ্যমে মালিক তার প্রতিষ্ঠানের মোট দায় ও পাওনার পরিমান জানতে পারে। ফলে মালিকের পক্ষে যে কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ হয়।

৭। কর নির্ধারণঃ- আয়কর, মূল্য সংযোজন কর, আমদানি শুল্ক ও রপ্তানি শুল্ক নির্ধারনে সঠিকভাবে হিসাব সংরক্ষণ জরুরি।আর সঠিকভাবে হিসাব সংরক্ষণে দুতরফা দাখিলা পদ্ধতির কোন বিকল্প

www.24paralekha.com ** Md. Mustafizur Rahman

নেই ।কর সংগ্রহকারী প্রতিষ্ঠানেও কর হিসাব সংরক্ষণে দুতরফা দাখিলা পদ্ধতির গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে।

৮। সর্বজনীন স্বীকৃতঃ- দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি একটি বিজ্ঞানসম্মত, পূর্ণাঙ্গ, নির্ভুল স্বয়ংসম্পূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি ।সমগ্র বিশ্বে এই পদ্ধতির গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে।

উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে বলা যায় যে, দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি একমাত্র সর্বজনগ্রাহ্য পদ্ধতি।

খ)সহায়ক তথ্য – ১ ব্যবহার করে ৪টি লেনদেনের ডেবিট ক্রেডিট নিণয়:-

তারিখ	সংশ্লিষ্ট হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট নিণয়		টাকার পরিমান
		ডেবিট	ক্রেডিট	
২০২০ মে:- ৫	ব্যাংক হিসাব বিক্রয় হিসাব	ডেবিট	 ক্রেডিট	১০,০০০ ১০,০০০
মে:- ১৫	অগ্রিম ভাড়া হিসাব নগদান হিসাব	ডেবিট	 ক্রেডিট	১২,০০০ ১২,০০০
মে:- ২২	উত্তোলন হিসাব ক্রয় হিসাব	ডেবিট	 ক্রেডিট	৫,০০০ ৫,০০০
মে:- ৩০	ব্যাংক হিসাব ব্যাংক সুদ হিসাব	ডেবিট	 ক্রেডিট	১,০০০ ১,০০০

গ) চিত্রসহ হিসাবচক্রের ধাপগুলোর সংক্ষিপ্ত বণনা:-

ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক লেনদেন চিহ্নিতকরণ, লিপিবদ্ধকরণ, শ্রেণীবদ্ধকরণ এবং সংক্ষিপ্তকরণ করে চূড়ান্ত হিসাব তথা আর্থিক বিবরণীতে উপস্থাপন করে ফলাফল প্রদর্শন করার ধারাবাহিক কার্যক্রমকে হিসাব চক্র বলা হয়। হিসাব চক্রের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের হিসাব-কাজের-স্তর সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। হিসাবচক্রের সকল স্তরের কাজ একবারে সম্পন্ন করা হয়না। লেনদেন চিহ্নিতকরণের পর লিপিবদ্ধকরণ এবং শ্রেণীবদ্ধকরণের কাজ লেনদেন সংঘটিত হওয়ার সাথে সাথে সম্পন্ন করা হয়। অবশিষ্ট কার্যাবলী হিসাবকালের শেষে বা প্রয়োজন অনুযায়ি চূড়ান্ত হিসাব বা আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের পূর্ব মূহুর্তে সম্পন্ন করা হয়। আবার হিসাবচক্রের সকল ধাপ অনুসরণ বাধ্যতামূলক নয়।

নিম্নে হিসাবচক্রের চিত্র অঙ্কণপূবক হিসাব চক্রের ৮টি ধাপগুলো বণনা করা হলো:-

24paralekha.com ** Md. Mustafizur Rahman

চিত্রঃ হিসাব চক্র

১। লেনদেন সনাক্তকরণ:- হিসাব চক্রের সবপ্রথম ধাপ হচ্ছে লেনদেন চিহ্নিতকরণ ।অথাৎ কোনো ঘটনা হিসাববিজ্ঞানে অন্তভূক্ত করতে হলে তাকে অবশ্যই লেনদেন হতে হবে ।এজন্য প্রথমেই যাচাই করতে হবে কোনটি লেনদেন ।যেমন:- ১০,০০০ টাকা বেতনে একজন কমী নিয়োগ দেয়া হলো এটি লেনদেন নয় ।কিন্তু একজন কমীকে ৩,০০০ টাকা প্রদান করা হলো, এটি লেনদেন ।

২। লেনদেন বিশ্লেষণ:- এই ধাপে লেনদেনটি বিশ্লেষণ করে সংশ্লিষ্ট হিসাব চিহ্নিত করা হয় ।যেমন:- আসবাবপত্র ক্রয় করা হলো ২,০০০ টাকা ।এখানে একটি আসবাবপত্র হিসাব এবং অন্যটি নগদান হিসাব ।

৩ ।জাবেদাভুক্তিকরণ:- বিশ্লেষণকৃত লেনদেনগুলো তারিখের ক্রমানুসারে দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি অনুযায়ী হিসাবের প্রাথমিক বইতে ডেবিট-ক্রেডিট বিশ্লেষণ করে ব্যাখ্যাসহ জাবেদায় হিসাবভুক্ত করা হয় ।যেমন:- সুমন ২০২১ সালের ১লা জানুয়ারি ১,০০,০০০ টাকা নিয়ে ব্যবসায় শুরু করেন ।

তারিখ	হিসাবের শিরোনাম ও ব্যাখ্যা	খ.পৃ.	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
২০২১ জানু:- ১	নগদান হিসাব – ডেবিট মূলধন হিসাব – ক্রেডিট (যেহেতু নগদ টাকা নিয়ে ব্যবসায় শুরু করা হলো)		১,০০,০০০	১,০০,০০০

www.24paralekha.com ** Md. ...man

৪। খতিয়ান স্থানান্তর:- এই ধাপে জাবেদায় লিপিবদ্ধকৃত লেনদেনগুলো আলাদা আলাদা হিসাবের শিরোনামের মাধ্যমে লেখা হয় এবং একটি নিদিষ্ট সময় পর উক্ত হিসাবের জের নিনয় করা হয়।যেমন:- ২০২১ সালের মে ১ তারিখে বাবুল ২০,০০০ টাকার পন্য বিক্রয় করেন।

২০২১ সালের মে ৬ তারিখে আসবাবপত্র ক্রয় করেন ৪,০০০ টাকা

নগদান হিসাব

তারিখ	বিবরন	খ.পৃ.	ডেবিট	ক্রেডিট	জের	
					ডেবিট	ক্রেডিট
২০২১ মে:- ১ মে:- ৬	 বিক্রয় হিসাব আসবাবপত্র হিসাব		 ২০,০০০	 ৪,০০০	 ২০,০০০ ১৬,০০০	

এখানে নগদান হিসাবের জের ১৬,০০০ টাকা

৫।রেওয়ামিল প্রস্তুতকরণ:- খতিয়ানভুক্তির পর হিসাবসমূহ ডেবিট ক্রেডিটের ভিত্তিতে একটি বিবরনীতে অন্তভূক্ত করা হয়, যেটি রেওয়ামিলে নামে পরিচিত।এর মাধ্যমে হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করা সম্ভব হয়।যেমন:- নগদান হিসাব ৩,০০০ টাকা, মূলধন হিসাব ২,০০০ টাকা, বেতন হিসাব ৫,০০০ টাকা ও ঋন হিসাব ৬,০০০ টাকা।হিসাবগুলোর রেওয়ামিল নিম্নরুপ:-

ক্রমিক নং	হিসাবের বিবরন	খ.পৃ.	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
১. ২. ৩. ৪.	নগদান হিসাব মূলধন হিসাব বেতন হিসাব ঋন হিসাব		৩,০০০ ৫,০০০ 	 ২,০০০ ৬,০০০
			৮,০০০	৮,০০০

৬।সমন্বয় দাখিলা:- রেওয়ামিল তৈরির পরবর্তী স্তর হচ্ছে সমন্বয় দাখিলা প্রস্তুতকরণ।সাধারনত একটি নিদিষ্ট হিসাবকাল শেষে বকেয়া বেতন, অগ্রিম লেনদেন এবং অন্যান্য সংযোজন ও বিয়োজন এবং সংশোধন করার প্রক্রিয়াকে সমন্বয় দাখিলা বলে।

৭। আথিক বিবরণী:- হিসাব চক্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূণ ধাপ হলো আথিক বিবরণী প্রস্তুতকরণ।এর ফলে একদিকে যেমন প্রতিষ্ঠানের লাভ বা লোকসান নিণয় করা যায়, অন্যদিকে প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত চিত্র অথাৎ দেনা পাওনার পরিমান নিনয় করা যায়।

www.24paralekha.com ** Md. Mustafizur Rahman

৮ ।সমাপনি দাখিলা:- আথিক বিবরণী প্রস্তুতের পরেবতী স্তর হচ্ছে সমাপনি দাখিলা দেওয়া ।সমাপনি দাখিলা দ্বারা হিসাবকাল শেষে নামিক হিসাব বা আয়-ব্যয়বাচক হিসাবসমূহকে বন্ধ করা হয় ।অথাৎ আয়সমূহকে ডেবিট করা এবং ব্যয়সমূহকে ক্রেডিট করা হয় ।

ঘ) সহায়ক তথ্য – ২ ব্যবহার করে একতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে লাভ-ক্ষতি নিণয়:-

ক) তাওসিফ ব্রাদাস-এর প্রারম্ভিক মূলধন নিণয়:-

প্রারম্ভিক মূলধন = প্রারম্ভিক সম্পদ – প্রারম্ভিক দায়

= (৫,৩০,০০০ – ২,৯০,০০০) টাকা

= ২,৪০,০০০ টাকা

খ) তাওসিফ ব্রাদাস-এর সমাপনি মূলধন নিণয়:-

সমাপনি মূলধন নিণয়ের ছক:

বিবরন		টাকার পরিমান
সমাপনি সম্পদসমূহ:		
অফিস সরঞ্জাম	১,৫০,০০০	
প্রাপ্য হিসাব	৮০,০০০	
মজুদ পন্য	৭০,০০০	
ব্যাংক জমা	৫০,০০০	
বিনিয়োগ	২,০০,০০০	
মোট সমাপনি সম্পদ		৫,৫০,০০০
(-) সমাপনি দায়সমূহ		
প্রদেয় হিসাব	৫০,০০০	
ঋন	২,০০,০০০	
বকেয়া বেতন	১০,০০০	
মোট সমাপনি দায়		(২,৬০,০০০)
সমাপনি মূলধন		২,৯০,০০০

www.24paralekha.com ** Md. Mustafizur Rahman

গ) তাওসিফ ব্রাদাস-এর লাভ/লোকসান নিণয়:-

লাভ/লোকসান = (সমাপনি মূলধন + মোট উত্তোলন) – (প্রারম্ভিক মূলধন + অতিরিক্ত মূলধন)

= (২,৯০,০০০ + ৬৫,০০০) – (২,৪০,০০০ + ৮০,০০০)

= (৩,৫৫,০০০ – ৩,২০,০০০)

= ৩৫,০০০ টাকা

∴ লাভের পরিমান ৩৫,০০০ টাকা

www.24paralekha.com ** Md. Mustafizur Rahman